The Fortnightly Ahmadi.
March, 1952.

Reg. No, D, A.—142

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্য্যায়
৫ম বর্ষ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ সংখ্যা

পূর্ব্ব পাকিস্তান আঞ্জুমানে আহমদীয়ার মুখপত্র।

মার্চ, ১৯৫২ ইং ; ফাল্গুণ—চৈত্র ১৩৫৮, আমান, ১৩৩১ হিঃ সাঃ

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده و نصلي على رسوله الكريم و على عبده المسيح

الموعود خدا کے فضل و رحم کے ساتھ هوا لناصر

খোতবা

মুতার্জম মোহম্মদ আফজল হুসেন

[যে আদর্শ চরিত্র দুনিয়া হইতে উধাও হইয়া গিয়াছে তাহা আমাদিগকে পুনর্ব্বার স্থাপন করিতে হইবে। জাতির চরিত্র উন্নয়ন করিতে সামাজিকভাবে প্রচেষ্টা করিতে হইবে।]

সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর বলেন, জলসার পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন রোগে পীড়িত থাকাতে আমার স্বাস্থ্য দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে। এজন্য দাড়াইয়া কিছু বলা আমার কষ্ট হয়। এ পর্য্যন্ত আমি নিজেই রোগের কোন পরিচয় পাই নাই কেন না রোগের অবস্থা নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। কোন কোন সময় কষ্ট এত বাড়িয়া যায় যে কাজ করা দুষ্কর হয়। এখন অবস্থা এই যে না উচ্চস্বরে কথা বলিতে পারি, না একটু দীর্ঘ সময় বলিতে পারি। বিশেষভাবে আমাদের জামাত এবং সাধারণভাবে মুসলমান সমাজ এরূপ অবস্থার ভিতর দিয়া চলিয়াছে যে যাহাদের অন্তরে সামান্যতম ঈমান এবং জাতীয় অনুভূতি আছে ইহা তাহাদের প্রত্যেকের চক্ষু খুলিবার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু আমি দেখিতেছি যে ব্যক্তিগত প্রয়োজন যেরূপ মানুষের সামনে হাজির থাকে এবং এদিগে সে সদা দৃষ্টি রাখে. জাতির প্রয়োজনের অনুভূতি ইহার মোকাবেলায় কম হইয়া থাকে বরং শূন্য সদৃশ। ছোট ছোট ব্যাপারে জাতি এবং তাহার প্রয়োজনকে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। ছোট ছোট লোভে জাতীয় চরিত্রকে বিদায় দেওয়া হইয়া থাকে। মূলকথা অস্বাস্থ্যের দিকে পথ প্রদর্শনের শক্তি অধিক কিন্তু স্বাস্থ্যের দিকে লইয়া যাইবার শক্তি অল্প হইয়া থাকে। আমি দেখিতেছি দেশত্যাগের কালে পরস্পরের উপর যে অত্যাচার করিয়াছিল সেই কারণে চুরি ডাকাতি মানুষের জন্য এক সাধারণ বস্তু হইয়াছে। এই প্রভাব হইতে আমাদের জমাতও মুক্ত নহে। যথা কাদিয়ানেও জলসা হইত এবং ওখানেও চুরিদারি হইত। কিন্তু ঐ সব ঘটনা অতি নগন্য যাহা এখানে হয়। ইহাতে সন্দেহ নাই যে এরূপ দুস্কৃতকারীদের একটা বড় অংশ ঐ সমস্ত লোকদের সঙ্গে সংযোগ রাখে যাহারা, রাবওয়া মেইন সড়কের উপর হওয়ার কারণে বাহির হইতে আমদানি হইয়া থাকে। আর পুরাতন পাপীদের জন্য উপার্জ্জনের এক হেতু হইয়া যায়। কাদিয়ানে এই অবস্থা ছিলনা। কিন্তু ইহাও নিঃসন্দেহ যে ইহাতে একদল আহমদী বলিয়া কথিত লোকেরও সংযোগ আছে। এ কথা প্রমাণিত হইয়াছে যে কোন কোন আহমদীও লুট মারে অংশ গ্রহণ করিয়াছে। এরূপ পাপে আহমদীদের অংশ গ্রহণ পূর্ব হইতে অধিক হইয়াছে। জলসার পূর্ব্বে এবং পরেও এরূপ ঘটনার প্রকাশ পাইয়াছে যদ্দারা অনুমান করা যায় যে পূর্ব্বে জমাতেব বন্ধুদের এ কথায় যত অনুভূতি ছিল যে পরের দ্রব্য উঠাইয়া লওয়া হারাম আজ কোন কোন আহমদীর মধ্যে তদরূপ নাই। জানিনে ইহা বড় আশঙ্কার কথা।

দুনিয়ার সামনে আমাদের এই আদর্শ পেশ করিতে হইবে যে আদর্শ চরিত্র দুনিয়া হইতে অন্তর্হিত হইয়াছিল। এখন একমাত্র আহমদীয়া জমাতই এই আদর্শ চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত। যদি প্রত্যেক নূতন পরিবর্ত্তনে উৎপন্ন অনাচারে আমরাও প্রভাবান্বিত হই তবে দুনিয়ার সামনে আমরা কি আদর্শ পেশ করিব? আমি মনে করি এরূপ পাপে জাতীয় প্রভাবও চুরি ডাকাতি এক ব্যক্তি বিশেষের কার্য্য নহে। বরং এইরূপ অপকর্ম্মিদগকে তাহাদের প্রতিবেশীও জানে। যদি সমস্ত লোকের ভিতর (গায়রত) আত্মমর্য্যাদা জাগিয়া যায়; তাহাদের পাকড়াও সহজ হইয়া যায়। যথা হারামখুরি, মুনাফাখুরি এবং ভেজাল মিশ্রণ ইত্যাদি যে কেহ করে তাহাকে সমস্ত গ্রাহকই জানে। যদি প্রত্যেকে, আমার কি গরজ পড়িয়াছে যে এ ঝামেলায় পড়ি, এ কথা না বলিয়া ইহার মোকাবেলা করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয় এবং বলে আমি ইহা বরদাস্ত করিব না তখন দেখিবেন এরূপ দুষ্কৃতকারী স্বরায় সংশোধন করিবে। একজনের মাসিক আমদানি পঞ্চাশ টাকা, সে খরচ করে সত্তর টাকা।

তখন কি তাহার প্রতিবেশীদের নজরে পড়ে না যে সে নিশ্চই চুরি করে বা হারামখুরি করে। চোরদের নিকট ধন জমা হয় না। চোর ডাকাত অপরের ধন উড়ায় আর খায়। যখন তাহারা চুরির ধন খায় তখন কি মহল্লাবাসীদের ইহা নজরে পড়ে না যে তাহারা হারাম খাইতেছে। দুই ব্যক্তির প্রত্যেকেই মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে চাকরি করে এক জন কোনরূপে শাকে নুনে খাইয়া দিন গুজরান করে অপর ব্যাক্তি মাংস রুটি এবং পোলাও উড়ায় তখন পরিস্কার বুঝা যায় সে অতিরিক্ত খরচ কোথায় পায়? মহল্লাবাসী সতর্ক দৃষ্টি রাখিলে সহজে তাহার চরিত্র সংশোধন হইতে পারে। এরূপে একজন ভবঘুরের মতন ঘুরিয়া বেড়ায়—কোন কাজ কর্ম্ম করে না তখন গ্রাম বাসীর উচিত তাহার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া কোন কর্ম্ম করিতে তাহাকে বাধ্য করা। যাহার ছেলে বা ভাই বেকার তখন তাহারা খাইবে কোথা হইতে? নিশ্চয় চুরি করিবে বা কাহার দ্রব্য অপহরণ করিবে। সে স্বয়ংও খাইবে গৃহবাসীদেরেও খাওয়াইবে। মোট কথা এরূপ পাপ কখন সৃষ্টি হইতে পারে না যে পর্য্যন্ত না জনগণ সংশোধন হইতে উদাসীন হইয়া যায়। এই কারণেই কোন শাস্তি এরূপও নির্দ্দিষ্ট আছে যে অপরাধ এক ব্যক্তিই করিয়াছে সাজা সমস্ত গ্রাম বাসীকে দেওয়া হয়। ইহুদিদের মধ্যেও এরূপ সাজার ব্যবস্থা ছিল। বাইবেল আলোচনায় পাওয়া যায় যে কোন কোন অপরাধে সারা গ্রামবাসীকে শাস্তি দেওয়া হইত। যেহেতু তাহারা জনগণের সংশোধনের চেষ্টা করে নাই। কোন অপরাধ সম্পর্কে এই বুঝা যায় যে গ্রামবাসীদের অনুভূতি থাকিলে এবং জনগণ সংশোধন হইতে উদাসীন না থাকিলে এরূপ পাপ হইত না। যদি এই প্রকারের কোন অপরাধ হয় তবে বুঝা যাইবে গ্রামবাসীগণ জানিয়া শুনিয়া পাপ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই অবস্থা বড় সাঙ্ঘাতিক। তোমরা ভাবিয়া দেখ যে ফণি-মনসায় বা আকন্দের একটা বীজ যদি কোনস্থানে পড়ে তবে অল্প সময়ে কত ফণি-মনসা বা আকন্দের গাছ হইয়া যায়। অতএব মনে করিও না যে ইহা এক ক্ষুদ্র বস্তু। যদি সমাজে একটা ঠগ, চোর বা বিশ্বাসঘাতক সৃষ্টি হয় তবে অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এক হইতে দুই, দুই হইতে তিন এবং তিন হইতে চার হইয়া যাইবে। সয়তানি বস্তুর জন্য পরিশ্রম লাগে না। আধ্যাত্মিক বস্তুর জন্য পরিশ্রমের আবশ্যক। যেহেতু রুহানী কার্য্যের ফল মৃত্যুর পর পাওয়া যায় এইহেতু খোদাতালার আওয়াজ শ্রবণকারী অল্প হইয়া থাকে। রুহানী কার্য্যের প্রতিফল এরূপ সময়ে দেওয়া হয় যাহা নজরে আসে না। কিন্তু সয়তান হাতে হাতে নগদ দেয়। চুরি করিল সঙ্গে সঙ্গে পোলাও কোরমা পাওয়া গেল। ডাকাতি করিলে এই প্রকারের অন্য বস্তু পাওয়া গেল। দোকানদার হারামখুরি করিল ভাল জিনিষে ভেজাল মিশাইয়া অথবা খাটি জিনিষের পরিবর্ত্তে কোন নকল জিনিষ দিয়া দিল তখন সে দুই টাকা অতিরিক্ত লাভ করিল। সয়তানের পিছে চলিলে মজার খাবার সহজে পাওয়া যায়। খোদার পিছে চলিলে মজার খাবার জলদি পাওয়া যায় না। বরং রুহানী কার্য্যাদির ফল গোণে পাওয়া যায়। অতএব খোদাতালার পিছে গমনকারী খুব কম লোক হইয়া থাকে এবং সয়তানের অনুগামী অধিক হয়। সয়তানের রোপিত বীজ শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় কিন্তু খোদাতালার রোপিত বীজ গোণে অঙ্কুরিত হয় কিন্তু সদা স্থিত থাকে। পাপের ফল শীঘ্র ২ পাওয়া যায় বটে কিন্তু শীঘ্রই পঁচিয়াও যায়। অতএব এতে তোমরা নিশ্চিন্ত হইও না একটা দুইটা বীজে কি করিবে? সে আজ এক কিন্তু কাল হাজার হইয়া যাইবে। সয়তানি কার্য্যে কোরবানি ও অধ্যবসায়ের আবশ্যক হয় না। খোদাই কার্য্যের জন্য কোরবানি এবং অধ্যবসায়ের আবশ্যক হয়। সয়তানি বাক্যসমূহ স্বতঃ স্ফূর্ত্ত বিস্তারিত হয়। কেন না তাহাতে প্রত্যেকেই সুখানুভব করে। খোদাতালা নবি পাঠাইয়া থাকেন। তাহারা দুঃখ-কষ্ট পাইয়া থাকেন। কোন সময় প্রাণও দিয়া থাকেন। এইরূপে বহু কোরবাণি এবং অধ্যবসায়ের পর এক জমাত সৃষ্টি হয়। সয়তান আবার তাহাও নষ্ট করিয়া দেয়। আম্বিয়ারা আপন আপন যুগে উন্নতি করিয়াছেন। যখন তাহাদের যুগ শেষ হইবার সময় আসিয়াছে তখন সয়তান কত শীঘ্র ইহা শেষ করিয়া দিয়াছে। মোটকথা সয়তানি আওয়াজে লোক শীঘ্র আসে এবং তাহারা পরকাল ভুলিয়া যায়।

অতএব আমি জমাতকে উপদেশ দিতেছি যেন তাহারা আপন দায়ীত্ব বুঝে এবং জাতীয় অনুভূতি সৃষ্টি করে। এই লজ্জাকর বিষয় কোন জমাত, গোষ্ঠি বা জাতিই ভাল মনে করে না। মেথর এবং চামাড়দের মধ্যেও এই কাজ লজ্জাকর বলিয়া গণ্য হয়। তাহা হইলে খোদাই জমাতে ইহার সৃষ্টির কারণ কি? যে পর্য্যন্ত জমাত জাতীয় বা সামাজিকভাবে চেষ্টা চরিত্র করিয়া এই গর্হিত কার্য্যের প্রচলন বন্ধ না করিবে সেই পর্য্যন্ত সংশোধন দুরূহ। যদি কোন ব্যক্তি অপহরণ করে তবে তাহার প্রতিবেশীরও নজরে ঐ বস্তু পড়ে। যদি সে সামান্য সতর্কতা অবলম্বন করে তবে চোর ধরা যাইতে পারে। আর এই লজ্জাকর ঘৃণ্য পাপের সংশোধন হইতে পারে।

আহমদ চরিত

মোঃ ছিদ্দিক আলী. এম-এ.

'সুরমায়ে চস্‌মে আরিয়া'

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষের দিকে আহ্‌মদ (আঃ) 'সুরমায়ে চস্‌মে আরিয়া' প্রকাশ করেন। মুরলিধরের সঙ্গে হোসিয়ারপুরে তাঁর যে বহেছ হয়, এ পুস্তকে সে বহেছের এক বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল, এ পুস্তক প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ১০০ কপি বিনামূল্যে বিতরণ করে দেন। ইহাতে যে সমস্ত বিষয় আলোচিত হয় তার মধ্যে অলৌকিক ঘটনা সম্বন্ধে আলোচনাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কোরাণে চন্দ্র ভেঙ্গে দু টুকরা হয়ে যাওয়ার যে অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ আছে তা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন যে, কোরাণ অমুসলমানদের স্বীকৃতির উল্লেখ করে চেলেনজ করা সত্বেও অমুসলমানরা জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক এ ঘটনাটা নিয়ে চুপ করে থাকাতে এর মূল্য কমেনি বরং বেড়ে গেছে। ইসলামের শত্রুরা অতি সহজেই এর প্রতিবাদ কিংবা খণ্ডনে চেষ্টা করতে পারত; কিন্তু এরূপ না করাতে ইহা প্রতিষ্ঠিত এবং গৃহীত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। মহাভারতের মোক্ষ পর্বণেও চন্দ্র দুভাগে বিভক্ত হওয়ার উল্লেখ আছে। প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে এ সম্বন্ধে কারও জ্ঞান এখন পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি; সুতরাং ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞানে কোন বিরোধ বাধার কারণ ঘটতে পারে না। কোন অস্বাভাবিক এবং অপ্রাকৃতিক ঘটনার পক্ষে যদি যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমাণ থাকে; কিন্তু বিজ্ঞান যদি এর কোন সদুত্তর দিতে সমর্থ না হয়, তাহলে শুধু অস্বাভাবিক এবং অপ্রাকৃতিক বলেই এটাকে উড়িয়া দেওয়া চলে না। প্রকৃতি সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত নিয়ম কানুনগুলির সব কয়টিই অনুমানের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং এগুলা অন্ধকারে ঢিল ছোড়া বৈ আর কিছুই নয়। কয়েক হাজার বৎসরের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা অনাদি অনন্ত প্রকৃতি সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ করেছি, তার উপর ভিত্তি করে প্রকৃতিকে কোন নিয়ম কানুনের ভিতর বেধে ফেলা কিছুতেই যুক্তি সঙ্গত নয়।

বইটির শেষের দিকে তিনি আর্য্য সমাজীদিগকে বেদ ও কোরাণের তুলনা মূলক পাঠের জন্য আহ্বান জানান। তিনি প্রস্তাব করেন যে ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় বেছে নিয়ে তাতে কোরাণ এবং বেদের অনুসরণকারিগণ যার যার ধর্ম্ম গ্রন্থ থেকে আলোক সম্পাত করবে, যে আর্য্য সমাজী কোরাণের উপর বেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারবে, তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। যদি কেউ এ বিষয়ে অগ্রসর না হয় এবং এর পরও যদি আর্য্য সমাজীরা ইসলামের নিন্দা থেকে বিরত না হয় তা হলে তিনি শেষ প্রচেষ্টা হিসাবে মোবাহেলা দ্বারা বিরোধ মিটাবার চেষ্টা করবেন।

মোবাহেলার সৃষ্টি ইসলামের গোড়া থেকে। এ বিষয়ে কোরাণে আছে, "বলঃ চল আমরা আমাদের পুত্রদিগকে ডাকি আর তোমরা তোমাদের পুত্রদিগকে ডাক, আমরা আমাদের স্ত্রীলোকদিগকে ডাকি আর তোমরা তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে ডাক, আমরা আমাদের লোকদিগকে ডাকি আর তোমরা তোমরা তোমাদের লোকদিগকে ডাক এবং তারপরে আন্তারিক ভাবে প্রার্থনা করি, যেন খোদাতালার অভিসম্পাত মিথ্যাবাদীদের উপর পতিত হয়।" মোবাহালা সাধারণ ব্যাপার নয়। নিজের বিশ্বাসের উপর দৃঢ় আস্থা না থাকলে দুদোল্যমান মন নিয়ে কেহ কখনো এরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে পারে না ইহা উল্লেখযোগ্য যে মোবাহালাতে শত্রুপক্ষকে কোন অভিসম্পাত দেওয়া হয় না,—অভিসম্পাত দেওয়া হয়; মিথ্যা পথ অবলম্বন কারার উপর। উভয় পক্ষ অনুরূপ প্রার্থনা করে বলে, এখানে হিংসা দ্বেষ কিংবা বদ্ ইচ্ছার কোন কথা উঠতে পারে না। মোবাহালার গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে বিষয়টি মীমাংসার ভার দেওয়া হয় স্বয়ং খোদাতালার উপর। এরূপ প্রার্থনার ফল এরূপ হয়ে দাড়ায় যে খোদাতালা তাঁর প্রেরীত সত্য নবীকে মিথ্যা বাদীদের উপর জয়যুক্ত এবং প্রতিষ্ঠিত করে দেন।

আহ্‌মদ (আঃ) এ পুস্তকে অমুসলমানদিগকে তাঁর আমন্ত্রণ বার বার জানিয়ে দিয়ে বলেন যে তারা কাদিয়ানে আসলে তিনি তাহাদিগকে ইসলামের অনুকুলে স্বর্গীয় নিদর্শন দেখাবেন। এ ঘোষণা তিনি সর্বত্র প্রচার করে দেন। প্রথমে তিনি ঘোষণা করেন যে সত্যান্বেষীদিগকে স্বর্গীয় নিদর্শনের জন্য তার সঙ্গে একবৎসর থাকতে হবে। পরে এ পুস্তকে ইহা কমিয়ে তিনি ৪০ দিন করে দেন। সুরমায়ে চস্‌মে আরিয়া প্রকাশ হওয়ায় তিন মাসের মধ্যে এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২০ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করবার জন্য কেহ আগিয়ে আসে নাই।

এ পুস্তক প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি একটি প্রচার পত্র বের করে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন বলে ঘোষণা করে দেন। এতে তিনি বলেন যে, কোন খৃষ্টান কিংবা ব্রাহ্ম বিচারকের মতে কোন আর্য্য সমাজী যদি এ পুস্তকের যথার্থ উত্তর লেখতে সমর্থ হয়েছে বলে স্থিরীকৃত হয়, তাহলে তাকে এ পারিতোষিক দেওয়া হবে। তিনি আরও বলেন যে লাহোরের আর্য্য সমাজের সেক্রেটারী মুন্সী জীবন দাস প্রকাশ্য কোন সভাতে শপথ করে যদি ঘোষণা করেন যে অমুক আর্য্য সমাজীর লেখা আহ্‌মদের পুস্তকের উত্তর হিসাবে ঠিক হয়েছে, তাহলেও এ পুরস্কার দেওয়া হবে। তবে এ শপথ গ্রহণের এক বৎসরের মধ্যে যদি খোদাতালার অভিসম্পাত মুন্সীর উপর পতিত হয়, তাহলে বুঝতে হবে যে মুন্সী মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিলেন। খৃষ্টান মিশনারীদের মুখপত্র 'নূর আফসানে' ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সুরমায়ে চসমে আরিয়া সম্বন্ধে বলা হয় যে, পুস্তকটি আর্য্য সমাজীদের গোমর একেবারে ফাক করে দিয়েছে এবং ইহা সমাজকে একেবারে বিধ্বস্ত করে দিয়েছে। এ পুস্তকটির যুক্তিতর্কগুলি খণ্ডন অসম্ভব, একথা বলা মানে নিরেট সত্য

কথা বলা। মৌঃ মোহাম্মদ হোসেন এ পুস্তকের প্রশংসা করতে গিয়ে তার পত্রিকা ইশাত-উস্-সুন্নার প্রায় ১৪ পৃষ্ঠা ভর্ত্তি করে ফেলেন। তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে এ পুস্তকটির ১০।১২ কপি কিনে হিন্দুদের মধ্যে বিলি করে দিতে অনুরোধ করেন; কারণ, তার বিশ্বাস এরূপ করলে আর্য্য সমাজীরা ইসলাম বিরোধী কার্য্যকলাপে অগ্রসর হতে আর সাহসী হবে না।

এ পুস্তক প্রকাশ হওয়ার পরে আহমদ (আঃ) অন্য আর একটি প্রচার পত্র বের করে অন্য আর এক পন্থায় ধর্মীয় বিরোধ মীমাংসা করার প্রস্তাব করেন। তাঁর এ প্রস্তাব মতে ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে এমন কতকগুলি দুরূহ প্রশ্ন পেশ করবেন যেগুলার উত্তর (তাদের মতে) দেওয়া একেবারেই অসম্ভব। আহমদ আঃ এসব প্রশ্নের যদি কোন সুসঙ্গত উত্তর দিতে সমর্থ না হন, তাহলে প্রত্যেকটি প্রশ্নের জন্য ৫০৲ টাকা করে ক্ষতি পূরণ দিবেন; কিন্তু উত্তর দিতে সমর্থ হলে প্রতি পক্ষকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে।

এ কথা মনে করা ঠিক হবে না যে তার শত্রুরা সে সময়ে চুপ করে বসেছিল। বস্তুতঃ ইসলামের প্রতি তাদের শত্রুতাই তাকে ইসলাম রক্ষার্থে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল। আহমদের (আঃ) শক্তিশালী লেখা ইসলামের শত্রুদিগকে আরও রুষ্ট করে তুলে এবং তারা ইসলামের বিরুদ্ধে নূতন করে আক্রমণ আরম্ভ করে দেয়। পণ্ডিত লেখরাম 'নোখসা খাবতে' আহমদীয়ার সঙ্গে 'তাকজীবে বারাহীনে আহমদীয়া' এবং আরও কতকগুলি প্রচার পত্র বের করেন। দেশের বিভিন্ন অংশে তিনি ইসলামের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে অশ্লীল গালাগালি পূর্ণ উত্তেজনাময় বক্তৃতাদি দিয়ে বেড়াতে থাকেন। আর্য্য সমাজীরা 'সুরমায়ে চসমে আরিয়া কি হকিকত আওর ফান্নও ফারিবে গোলাম আহমদ কি কৈফিয়ত' নাম দিয়ে একটি পুস্তিকাও বের করেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই অমৃতসরের 'চসমা নূরে' একটি প্রচার পত্র বের হয়। এতে হজরত আহমদকে তিন বৎসরের ভিতর হত্যা করার ভয় দেখানো হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ৩রা ডিসেম্বর আহমদ (আঃ) এক বেনামী চিঠি পান। এতে তাঁকে হত্যাকরার কথা স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়। এ সব থেকে স্পষ্টই বুঝা যায় যে আর্য্য সমাজীদের হাতে এরচেয়ে ভাল আর কোন অস্ত্র ছিল না।

এত সব উত্তেজনা সত্বেও আহমদ (আঃ) গালাগালির আশ্রয় নেননি; কারণ প্রতিশোধ নেওয়ার তাঁর কোনই ইচ্ছা ছিল না। এ সব বিষয়ে তিনি লক্ষ্য না করলেও পারতেন; কারণ বুদ্ধি বৃত্তির দিক দিয়ে বিবেচনা করতে গেলে এ সব গালাগালির কোন উত্তর দিবার দরকার হয় না। কিন্তু যেহেতু চুপ করে থাকলে শত্রুরা সাহসী হয়ে উঠবে এবং জনসাধারণ ভুল বুঝবে সেজন্য আহমদের পক্ষে আর্য্য সমাজীদের স্বরূপ প্রকাশ করে দেওয়া দরকার হয়ে পড়ল।

শাহ্‌নাই হক্

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আহমদ (আঃ) শাহনাই হক প্রকাশ করেন। এতে তিনি শত্রুদের ভুল বিবৃতিগুলি সংশোধন করে দেন। শত্রুরা প্রকৃত প্রস্তাবে আহমদের বিরুদ্ধে রাশি রাশি মিথ্যা প্রকাশ করতে ছিল; তারা বলতে ছিল যে, আহমদ ঋণে জর্জরিত হয়ে বড় আর্থিক দুরবস্থায় আছে। আর্য্য ধর্ম পুস্তক সম্বন্ধে তার কোন জ্ঞান নাই। তিনি অর্থের লোভে শুধু এসব করছেন। এসব মিথ্যা বিবৃতি সংশোধনের পর তিনি বলেন যে আর্য্য সমাজীদের উচিত বেদের প্রমাণ্য অনুবাদ প্রকাশ করা যাতে দুনিয়া এর মূল্য বুঝতে পারে। বেদ অতি পুরাতন পুস্তক হতে পারে; কিন্তু শুধু এজন্যই ধর্ম পুস্তক হিসাবে এর মূল্য বেড়ে যেতে পারে না। বেদে খোদাতালার সম্বন্ধে ধারণা অত্যন্ত প্রাথমিক এবং ত্রুটিপূর্ণ। আহমদ (আঃ) উদ্ধৃতি সহকারে দেখিয়ে দেন যে মনুর বিধিতে বলাই রয়েছে যে, কোন নীচ বর্ণের হিন্দু যদি কোন উচ্চ বর্ণের হিন্দুনারীর সহিত ব্যভিচার করে তাহলে তাকে মেরে ফেলতে হবে; আর কোন উচ্চ বর্ণের হিন্দু যদি এরূপ করে তাহলে তার কাছ থেকে কিছুটা জরিমানা আদায় করে ছেড়ে দিতে হবে। যদি কোন শূদ্র বেদ শুনে তাহলে তার কান দুটি গলিত সীসা এবং মোম দ্বারা বন্ধ করে দিতে হবে। যদি সে বেদ পড়ে কিংবা মুখস্থ করে তাহলে তার জিহ্বা কেটে দিতে হবে এবং বুক থেকে হৃদপিণ্ড বের করে নিতে হবে।

পণ্ডিত লেখরাম তার 'তাকজীবে বারাহীনে আহমদীয়াতে' উত্তর দেন। এতে লেখরামের অজ্ঞতা এবং তার যুক্তির অসারতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত ছিলেন, বলে লেখরামের লেখার পূর্ণ জবাব দিবার জন্য মৌলবী নূর উদ্দীন সাহেবকে নিযুক্ত করেন। নূর উদ্দীন সাহেব 'তাহদিকে বারাহীনে আহমদীয়া' নাম দিয়ে এমন জোরালো এক উত্তর বের করেন যে তাতে পণ্ডিত মহাশয় একেবারে স্তব্ধ হয়ে পড়েন।

بسم الله الرحمن الرحيم *
نحمده و نصلى على رسوله الكريم *

আহ্বান

আবদুস ছোবহান

(আলফজল হইতে সংগৃহীত ও অনুদিত)

বন্ধুগণ!

যাহারা জোরগলায় বলেন যে হজরত ঈসা আলায়হে ছাল্লাম স্বশরীরে আসমানে উত্তোলিত হইয়াছেন এবং তিনি তথায় জীবিত আছেন এবং অধিকন্তু যাহারা বলেন যে তিনিই আবার ইস্‌লামের দুর্দ্দিনে আসমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া মুসলমানগণকে এবং ইস্‌লামকে উদ্ধার করিবেন; এইরূপ একদল লোক আহমদীয়ত তথা প্রকৃত ইস্‌লামকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য নানা শঠতা অবলম্বন করিয়া থাকেন।

ইহারা কখনও কখনও সাধারণকে ধোকা দেওয়ার জন্য তাহাদেরই কাহাকেও আহমদী বলিয়া প্রকাশ করিয়া স্বল্পদিন পড়েই তদ্বারা ঢোল সহরৎ দেওয়াইয়া থাকেন যে আহমদীয়ত মিথ্যা এবং তাহাতে অমুক অমুক দোষ রহিয়াছে ইত্যাদি। পরন্তু প্রকৃত পক্ষে এইরূপ কোনও ব্যক্তি শপথ করিয়া বলিতে পারেন না যে সে প্রকৃতই আহমদীয়তের শিক্ষায় ও আদর্শে কোনও দোষ দেখিতে পাইয়াছে। যাহাহউক তাহারা তাহাদের এইরূপ ব্যবহার যারা পূর্ব্ববর্তী কাফেরগণকে অনুকরণ করিয়া থাকে।

ইহাদের সম্বন্ধেই আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন:—

وقالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذى انزل على الذى امنوا وجه النهار

অর্থাৎ ইহাদের একদল বলিত প্রথম প্রহরে বিশ্বাসীগণের উপর অবতীর্ণ কোরানে বিশ্বাস আনিয়াছি বলিয়া প্রকাশ করিও এবং দ্বিপ্রহরে তাহা অবিশ্বাস করিয়াছি বলিয়া ঘোষণা করিও। তাহারা মনে করেন এইরূপ করিলে মুসলমানদের নিজেদের মধ্যে কোরানের প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হইবে এবং যাহারা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া কাহতেছে তাহারাও ইহুদি ধর্ম্ম অবলম্বন করিবে এবং এইভাবে মুসলমানদের মধ্যে ভেদের সৃষ্টি হইবে। কিন্তু আমরা জিজ্ঞাসা করি যে ইহুদি ছাড়া—স্বয়ং মুসলমানগণও কি কখনও হজরত রসুলে করিম সাঃ ও তাঁহার সাহাবাগণের জামানায় এমন কি তাবেয়ীণ কিম্বা তাবে তাবেয়ীণগণের জামানাতেও এইরূপ শঠতা অবলম্বন করিয়া ইসলামের মুখে কলঙ্ক লেপন করিয়াছিলেন এবং ইহুদিগণকে অনুকরণ করিয়াছিলেন!

পবিত্র কোরানে দেখা যায় ইহুদীরাই তাহাদের তওরীত গ্রন্থ রদ বদল করিয়াছিল এবং যাহা আল্লাহর কালাম নহে তাহাই আল্লাহর কালাম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। এখন মুসলমানগণও যদি পবিত্র কোরানের প্রাধান্য অস্বীকার করিয়া কোরানের বিরোধী কতকগুলি দুর্বল কাহিনীকে হজরত রসুলে করিম সঃ এর হাদীস বলিয়া ঘোষণা করেন এবং অর্থ বলিতে যাইয়া তাহারা আল্লাহতালার কালামের এবারতকে আগে পিছে বসাইয়া নিজেদের মনের মত ব্যাখা করেন তদ্বারা কি ইহারা ইহুদিগণকেও পরাস্ত করিল না? প্রকৃত মুসলমান মাত্রই পবিত্র কোরানকেই সর্ব্ব বিষয়ে সারথি ও শীরধার্য্য মনে করেন কিন্তু ইহারা মুখে কোরান করিমকে বিশ্বাস করেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াও ইহাকে তর্কের বেলায় পৃষ্টের পশ্চাতে নিক্ষেপ করেন এবং বাজে যুক্তি দ্বারা কোরানের দলীলকে এড়াইতে চাহে। দুঃখের বিষয় তাহারা তাহাদের সমর্থনে কোরান করিম হইতে একটী দলিলও উল্লেখ করিতে পারেন না!!

ইহারাই আহমদীয়া জামাতের উপর নূতন শরিয়ৎ আনার মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া সাধারণকে ধোকা দিয়া থাকে। ইহারা কেহ বা কবর পূজা করিতেছে কেহ বা কাওয়ালী নর্ত্তন কুর্দ্দনের ব্যবস্থা করিয়াছে ইত্যাদী কিন্তু তবুও ইহারাই খাটী মুসলমান! কিন্তু আহদীগণ খাটী সুন্নৎ পালন করিয়াও হইল কাফের! ইহাদিগের শত ২ বেদাতী আকায়েদ থাকা সত্বেও কেহই তাহাদিগকে গালিমন্দ কহে না বরং আমাদের বিরাট মুসলেম সমাজ সর্ব্বদা তাহাদের ভূরি ভোজনের সুবন্দোবস্ত করিয়া বেহেস্তের দ্বার উন্মুখ করিতেছেন। ইহাদের বেদাতী আকায়েদগুলি কি সম্পূর্ণ নূতন শরিয়তের আকার ধারন করে নাই? ইহাদের ৫টী মাত্র কোরান বিরুদ্ধ আকায়েদ উল্লেখ করিয়া আমরা তথাকথিত মওলানা মৌলবীকে আহ্বান করিতেছি তাহারা কি এই সকল আকায়েদের পোষকতায় পবিত্র কোরান হইতে একটী দলীলও পেশ করিতে পারেন? এই আহ্বানের উপর হয়তো তাহারা পবিত্র কোরানের আদেশ যথা—

ولا تنابزوا بالالقاب

অর্থাৎ কাহাকেও গালি দিও না কে লঙ্ঘন করিবেন এবং আমাদিগকে শেষে হয়তো—

لعنت الله على الكاذبين

পাঠ করিতে বাধ্য করিবেন। এই প্রকার ব্যক্তির দলই নিজেকে Defender of Faith ইস্‌লামী শরীয়তের রক্ষক বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন এবং মাঝে ২ ধূমকেতুর ন্যায় ভ্রাম্যমান তবলিগি দওরা করিয়া গ্রামবাসী নিরীহ লোককে ধোকা দিতেছেন!

১। ইহারা বিশ্বাস করেন যে হজরত ইসা আঃ দ্বিতীয় বা চতুর্থ আসমানে স্বশরীরে উত্থিত হইয়াছেন এবং তথায় জীবিত আছেন। পক্ষান্তরে আহমদীয়া জামাত হজরত ইসাঃ আঃ কে অন্যান্য নবীদের মত ওফাত প্রাপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন।

যেহেতু শুধু এই জন্য এই মৌলবী মওলানাগণ আহমদীয়গণকে ইসলাম হইতে খারিজ করিয়া থাকেন তবে কি তাহাদের কর্ত্তব্য নহে যে তাহারা কোরাণ হইতে (ক) হজরত ইসাঃ আঃ এর স্বশরীরে আসমানে যাওয়া (খ) ও তাঁহার দ্বিতীয় বা চতুর্থ আসমানে জীবিত থাকার প্রমাণ বা ঐরূপ কোনও কথা কোরান হইতে বাহির করিয়া দেখাইয়া আহমদীগণের মুখ চীরকালের জন্য বন্ধ করিয়া দেন এবং তাহাদিগকে জব্দ করেন?

উর্দ্ধে বা আকাশে উঠান ভাব প্রকাশের জন্য আরবী ভাষায় মাত্র ৩ তিনটি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যথা—

(১) كا نما يصعد في السماء (২) او ترقى فى السماء (৩) صعد فى السماء رقيا فى السماء - تعرج الملائكة و الروح
السماء - এবং عروج

কেহ কি বলিবেন এই শব্দগুলি হজরত ইসা আঃ এর আকাশে উঠান সম্বন্ধে ব্যহৃত হয় নাই কেন?

পবিত্র কোরাণ শরিফে অন্ততঃ সাফ ৬০টি আয়াত নানা ভাবে হজরত ইসা আঃ এর মৃত্যুর ঘোষনা করিতেছে। স্বয়ং রসুলে করিম সঃ ছাড়াও অন্যান্য নবীদের মধ্যে শুধু হজরত ইসা আঃ এর মৃত্যুর তারিখ পর্য্যন্ত হাদিস শরিফে উল্লিখিত হইয়াছে। এমন কি তাঁহার বয়স পর্য্যন্ত হাদিস শরিফে উল্লিখিত আছে—এতদ্ভিন্ন তাঁহার মৃত্যুর স্থানের উল্লেখ পর্য্যন্ত কোরাণ শরিফে উল্লিখিত আছে—

এতৎ সম্বন্ধে কোরাণ শরিফ বলিতেছে—

واوينا هما الى ربوة ذات قرار و معين

এমন কি মানুষ ও রসুল হিসাবেও হজরত ইসা আঃএর মৃত্যু প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া স্বয়ং খৃষ্টানগণের বিশ্বাস অনুযায়ীও হজরত ইসাঃ আঃ এর মৃত্যু প্রমাণীত হয়। তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে দুই দুই বার কোরান শরীফে توفى শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কোরান শরীফে خلا শব্দ ব্যবহৃত হওয়াতেও তাঁহার মৃত্যু প্রমাণীত হইয়াছে। ইহা ছাড়া هلاك শব্দ তাঁর সম্বন্ধে ব্যবহৃত হওয়াতেও তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যায়। প্রকৃতির চিরন্তণ নিয়ম ও আল্লাহ তায়ালার সুন্নৎ অনুযায়ীও তাঁহার মৃত্যু প্রমাণীত হয়। ফলতঃ কোরান শরীফ ও হাদীছ শরিফের আলোতে হজরত ইসাঃ আঃ এর মৃত্যু প্রমাণীত হয়।

২। মৌলবী শব্বীর আহমদ সাহেব ওসমানী জনৈক বিখ্যাত গায়ের আহমদী আলেম। তাঁহার কোরাণের উর্দ্দু তরজমায় লিখিতেছেন:— এবং ঐ ব্যক্তির চেহারা হজরত ইসার চেহারার মত করিয়া দিয়াছেন। অবশিষ্ট লোক যখন গৃহে প্রবেশ করিল তাহারা তাহাকেই নিহত ঈসা মনে করিয়া তাহাকে হত্যা করিল (মৌলবী মহম্মদ আহসান ও মৌলবী শব্বীর আহমদ কৃত কোরানের উর্দু তরজমা ১৩৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

মৌলবী আশরাফ আলী থানবী কৃত কোরানের তরজমার হাসীয়ার ১০৪ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—হকতালা উহাকে একটী আকৃতি দান করিলেন তখন তাহাকে শূলতে উঠান হইল। আবার ঐ তরজমার ৫২ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে—তাহার একটি আকৃতি অবশিষ্ট রহিল। সেই আকৃতি বিশিষ্ট তাহাকে শূলিতে উঠান হইল। এইরূপ মৌলবী আহমদ আলী সাহেবের কোরাণের তরজমার হাসীয়াতেও অনুরূপ লিখিত হইয়াছে। মৌলবীগণ কি সেই কথাগুলি যাহার অর্থ তাহারা এইরূপ বিকৃত করিয়া ফেলিয়াছেন কোরাণ পাক হইতে দেখাইতে পারেন? তাহারা কি কোরাণ পাকে এমন একটি কথাও দেখাইতে পারেন যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে হজরত ইসার আকৃতিতে অন্য কাহাকে পারাচত করা হইয়াছিল এবং তাহাকেই শূলে উঠান হইয়াছিল? কিন্তু

لعنت الله على الكاذبين

আমরা চেলেঞ্জ দিতেছি এইরূপ কথা কখনই কেহ দেখাইতে পারিবেন না। দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরাণে উম্মতে মহম্মদীয়াকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উম্মত আখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সূরা মজমলে হজরত রসুলে করিম সাঃ কে মাসলে মুসা আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। সুরা নুরে হজরত রসুলে করিম সাঃ এবং সমুদয় খোলাফগণের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় ভবিষ্যতবাণী করা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে তাঁহারা স্বয়ং উম্মতে মাহম্মদীয়ার মধ্য হইতেই আবির্ভূত হইবেন! পক্ষান্তরে হজরত ইসা আঃ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তিনি—

رسولا الى بنى اسرائيل এবং اتينا ه الانجيل

অর্থাৎ হজরত ইসা আঃ যেন শুধু বানি ইস্রাইলের জন্য প্রতিশ্রুত এবং তিনি যে শুধু মুসা আঃ এর খলিফা পবিত্র কোরাণে তাহা স্পষ্ট ভাবে ঘোষীত হইয়াছে। কেহ কি বলিবেন যে হজরত ইসাকে কোথাও কোরাণে হজরত রসুলে করিম সাঃ এরও খলিফা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে?

আমরা গয়রআহমদী ওলামাগণকে এসম্বন্ধে আহ্বান করি কিন্তু আমরা জানি তাহারা ইহাতে নিরোত্তর থাকিবেন। হজরত ঈসা আঃ কে শুধু ইঞ্জল দেওয়া হইয়াছিল এ কথা কোরাণে স্পষ্ট বলা হইয়াছে। আবার একথাও কোরাণে পরিষ্কার ভাবে লেখা আছে যে হজরত ইসা আঃ তাহার মৃত্যুর পর হজরত আহমদ আঃ এর শুভাগমনের সুসংবাদ দিয়াছিলেন।

و مبشر ا برسول يا تى من بعدى اسمه احمد

মৌলবী মওলানাগণের উচিত নহে যে তাহারা দেখান যে এইরূপ কথা কোরান শরিফে নাই? তাহারা কি কোরানের কোথাও দেখাইতে পারেন যে হজরত ইসা আঃ স্বয়ং আবার আসিবেন এবং তাহাকে আবার কোরান শিক্ষা দেওয়া হইবে; কোরানে যেখানেই আম্বিয়াগণের নামের পর بعد শব্দ ব্যবহৃত। তাঁহাদের মৃত্যু অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে

যথা—ما تعبدون من بعدى اذ حضر يعقوب الموت—
ياتى من بعدى اسمه احمد অতএব

দ্বারা হযরত ইসা (আঃ) মৃত্যুর পরেই হজরত মীর্জা গোলাম আহমদের

আবির্ভাব হয় নাই? যাহারা আল্লাহতালার বিরুদ্ধে মিথ্যা বলিয়া থাকে অর্থাৎ যাহারা আল্লাহতালার কালাম পাইয়াছে বলিয়া মিথ্যাদাবী করে তাহাদের সম্বন্ধে কোরান শরীফে লিখিত হইয়াছে।

لو تقول علينا بعض الاقاويل الخ

আমি তাহাদের দক্ষিন হস্ত ধারণ করিব ও তাহার স্কন্ধ শীরা কর্তন করিব অর্থাৎ তাহাকে অবিলম্বে ধ্বংস করিব। আমরা তথাকথিত ওলমানগণকে চ্যালেঞ্জ দিতে চাই যে তাহারা পবিত্র কোরাণ হইতে এমন একটি আয়াতও উদ্ধৃত করিতে পারিবেন কি যা দ্বারা প্রমাণিত হইবে কেহ মিথ্যা ওহি পাইবার দাবী করিয়াও অন্ততঃ ২৩ বৎসর জীবিত রহিয়াছে। এই ওলামাগণ অন্যূন ৭০ জন মিথ্যা নবুওতের দাবী কারকের সন্ধান দিয়া থাকেন কিন্তু তাহারা বলিতে পারেন এবং প্রমাণ করিতে পারেন কি তাহাদের কেউ ২৩ বৎসর জীবিত ছিল।

৫মঃ—আল্লাহতায়ালা কোরান শরিফে নবুয়ত জারি থাকা সম্বন্ধে বলিতেছেন—

ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين الخ -

অর্থাৎ যাহারা আল্লাহতায়ালাকে এবং হযরত মহম্মদ সঃ এর অনুসরণ করে তাহারা পূর্ব্ববর্তী নবী ও রসুলের অনুগামীগণের ন্যায় নবী, সিদ্দিক, শহিদ, সালেহ হইবেন। আমরা এই আয়াত অনুসারে বিশ্বাস করি যে এই উৎকৃষ্ট উম্মৎ নবুয়তরূপ দান হইতে বঞ্চিত হয় নাই। তথাকথিত আলেমদের কর্ত্তব্য যে তাহারা হাদিছের বেড়াজালে জড়িত না হইয়া অন্ততঃ পক্ষে কোরানের একটি আয়াত ও এমন উপস্থিত করেন—যদ্বারাপ্রমাণ হয় যে কোনও নবুয়তই আর সম্ভব নহে। প্রত্যেক আহমদী দৃঢ়ভাবে خاتم النبيين খাতামান নবীঈন বিশ্বাস করে। প্রত্যেক আহমদী বিশ্বাস করে যে কোনও শরিয়তধারী নবী আসিবেন না। প্রত্যেক আহমদী বিশ্বাস করে যে হজরত রসুলে করিম সঃকে পূর্ণভাবে অনুসরণ না করিয়া আর কেহই স্বাধীনভাবে পূর্ব্বের ন্যায় নবুয়ত লাভ করিতে পারিবে না। প্রত্যেক আহমদী বিশ্বাস করে যে খায়রে উম্মতের নিদর্শন স্বরূপ হরজরত রসুলে করিম সঃ এর আনুগত্য ও তাঁহার আধ্যাত্মিক শিক্ষার বরকতে বরাবরই উম্মতি নবী পয়দা হইতে থাকিবে এবং তাঁহারা শুধু "ফানাফির রসুল" হইয়াই এইরূপ পদমর্য্যাদা লাভ করিবেন! ইহারা প্রচুর পরিমাণে আল্লাহতায়ালার এলহাম বা ওহী প্রাপ্ত হইবেন ও নানারূপ ভবিষ্যদ্বানী করিবেন কিন্তু কোনও নূতন শরিয়ৎ বহন করিবেন না। আহমদীগণের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে আঃ হজরত সঃ এর বরকত ব্যতিরেকে কাহারও কোনও প্রকার আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব নহে।

৬ষ্ঠতঃ আহমদীগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে হজরত রসুলে করিম সঃ সর্ব্বদিক দিয়া নবুয়তের উৎকর্ষতা, শ্রেষ্ঠতা ও বরকত লাভ করিয়াছিলেন এবং এই অর্থেই আল্লাহতায়ালা তাহাকে খাতামান নবীঈন পদবি দান করিয়াছেন এবং এইভাব প্রকাশের জন্যই হজরত মির্জা গোলাম আহমদ মসিহে মাউদ আঃ আঃ হজরত সম্বন্ধে বলিয়াছেন :—

ختم شد بر نفس پاکش هر کمال
لا جرم شد ختم هر پیغمبرے -

যেহেতু আর কখনও নূতন শরিয়তধারী নবীর আবির্ভাব অসম্ভব সেইজন্য হজরত সঃকে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি তিনি খাতামান নবীঈন। আমাদের বন্ধুগণের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে আহমদীগণই শুধু এইরূপ নবুওতের বিশ্বাস করেন যাহা আঃ হজরত সঃ এর পূর্ণ গোলামীর ফলেই সম্ভব এবং যেহেতু এইরূপ নবুয়ত আঃ হজরতেরই স্বীয় অবদান এইরূপ নবুয়ত তাঁহারই আধ্যাত্মিক প্রভাবের ফলে উৎপন্ন। অতএব ইহা তাহারই নিজস্ব বস্তু এবং ইহা কোন কালেই তাহা হইতে পৃথক নহে। যেমন কাহারও ছায়া তাহার কায়া হইতে পৃথক হইতে পারে না। সেইজন্য এইরূপ নবুয়ত মহম্মদী নবুয়ত হইতে পৃথক হইতে পারে না। সুতরাং যাহারা বলেন যে আর কেহ মুসলমান হইয়া আল্লাহতায়ালার কালাম ও দৈববাণী বা ভবিষ্যদ্বাণী পাইতে পারে না তাহারা এতদ্বারা আঃ হজরত সঃ এর রূহানী বরাকাত বন্ধ বলিয়া বিশ্বাস করেন। তাহারা বলিতে চাহেন যে এই উম্মত ও অন্যান্যদের ন্যায় অভিসপ্ত। ইহারা শুধু মুখেই এই উম্মৎকে খয়রে উম্মত বলিয়া থাকে এবং মুখেই আঃ হজরত সঃকে রহমঃতুললিল আলামিন বলিয়া চাৎকার করেন।

ইহারা বলেন আল্লাহতায়ালা আর তাহার বান্দাদের সহিত কালাম করেন না এবং সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বগুণ সম্পন্ন আল্লাহতায়ালাকে বোবা প্রমাণ করিতে চাহেন। আল্লাহতালা দেখিতে পান—শুনিতে পান কিন্তু তিনি আর কথা বলিতে পারেন না—ইহা আফছোছের কথা যে মানুষ কথা বলিতে পারে কিন্তু আল্লাহতায়ালা আর কথা বলিবেন না।

আল্লাহতায়ালা স্বয়ং ইসলাম সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي

অর্থাৎ অদ্য আমি তোমাদের জন্য তোমাদের "দীনকে" পূর্ণ করিয়াছি এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ শেষ করিয়াছি। আমরা তথাকথিত আলেমগণকে জিজ্ঞাসা করি তাহারা কি এই আয়াত দ্বারা প্রমাণ করিতে চাহেন যে অতঃপর আল্লাহতায়ালার কোনরূপ অনুগ্রহ আর কখনও তাহার বান্দার উপর বর্ষিবে না? যাহারা উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে আল্লাহতায়ালার কালামের বরকত হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন তাহারা কোন মুখে আঃ হজরত সঃকে রহমতুললিল আলামিন বলিয়া প্রকাশ করিতে পারেন এবং কি করিয়াই বা তাহারা এই উম্মতকে খয়রে উম্মত বলিয়া প্রমাণ করিতে পারেন?

এই উম্মতের ওলামাগণ সম্বন্ধে স্বয়ং আঃ হজরত সাঃ বলিয়া গিয়াছেন তাহারাই বনী ইস্রাইলের আম্বীয়া সমতুল্য

علماء امتي كا نبيا بني اسرايل -

এই উম্মতের মধ্যে যদি হারুন সোলেমান, ইয়াকুব ইসা আঃ প্রভৃতি গুণ সম্পন্ন আর একটি ব্যক্তিও আবির্ভূত না হন তবে আঃ

হজরত এর উক্তির সার্থকতা কোথায়? হীষ্টিরিয়া গ্রস্থ স্ত্রীলোকের জীন তাড়াইবার মধ্যেই ইহা নিবদ্ধ থাকিবে?

কওসরের অধিকারি মোহম্মদ সাঃ এর উম্মতের কাজ কি শুধু কুফরি ফতোয়া প্রদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি তাহাদের মধ্যে শুধু নবীর বিরুদ্ধ বাদিদের আলামতগুলি প্রকাশ পায় তখন কি করিয়া আঃ হজরত সঃ এর শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয়? এই উম্মতে সংস্কারক নবীর আবির্ভাব সম্বন্ধে আল্লাহতালা বলিয়াছেন :—

(১) الله يصطفى من الملئكة رسلا و من الناس و لكن الله يجتبى من رسله من يشاء

(২) يا بنى ادم اما يا تينكم رسل منكم

(৩) ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

(৪) فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين

আবার হাদিসেও আছে :—

لم يبق من النبوة الا المبشرات -

পার্থক্য

আবদুল মালেক খাদিম

আহমদী

১। হজরত মহম্মদের (দঃ) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হজরত মির্জা গোলাম আহমদকে (আঃ) প্রতিশ্রুত মসিহ ও মাহদী বলিয়া বিশ্বাস করেন।

২। বণী-ইসরাইলের পয়গম্বর হজরত ইছা (আঃ) কে মৃত বলিয়া বিশ্বাস করেন।

৩। হজরত মহম্মদের (দঃ) পর তাঁহার উম্মতকে পুনর্জীবিত করিবার জন্য নবীর আবির্ভাব হইতে পারে কারণ দরুদশরীফ এবং সুরে ফাতেহায় ও অন্যান্য আয়াতে নবী হওয়ার কথা আছে।

৪। আহমদী বিশ্বাস করেন যে, অন্যান্য জাতির মহাপুরুষগণ যথা :—শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র, বুদ্ধ, কনফুসিয়াস জোরোয়াষ্টার ইত্যাদি যাহাদের নাম কোরানে নাই অথচ যাহাদিগকে কোটী কোটী লোকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে, তাঁহারাও খোদার প্রেরিত নবী ছিলেন। কারণ কোরাণের শিক্ষা এই যে প্রত্যেক দেশেও প্রত্যেক জাতির মধ্যে নবী আসিয়াছেন এবং কতক নবীর নাম কোরাণে আছে এবং বহু-নবীর নাম নাই।

৫। কোরাণের প্রত্যেক আয়েত সত্য এবং কোন আয়েতই মুনসুখ (রদ) হয় নাই। 'আলহামদ' হইতে 'ওয়ান্নাছ' পর্য্যন্ত প্রত্যেক কথাই আহমদিগণ বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করেন।

৬। আহমদী নমাজের মধ্যে যে কোন অবস্থার আবশ্যকীয় আয়াতগুলি আরবীতে আবৃতির পর মাতৃভাষায় দোয়া করেন। ইহাকে হজরত মহম্মদের (দঃ) ছুন্নত মনে করেন।

৭। আহমদীর মতে কোরানের শিক্ষানুযায়ী তরবারী দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার নিষেধ। প্রতিশ্রুত মসিহ (আঃ) কাজ প্রেমের ধর্ম্ম ইসলাম প্রচার করা, তরবারীর ইসলাম নয়।

৮। জুমার নমাজের খোদবা (এমামের বক্তৃতা) স্থানীয় ভাষায় দেওয়া উচিত।

৯। বিনা খলিফায় ইসলাম থাকিতে পারে না এবং তাঁহাদিগের খলিফা আছে।

গয়র আহমদী

১ তাঁহারা মানে যে হজরত ইমাম মাহদীর আগমন বাণী সত্য কিন্তু তাঁহারা হজরত মির্জা সাহেবের দাবী বিশ্বাস করেন না।

২। হজরত ইসা (আঃ) প্রায় ২০০০ বৎসর পর্য্যন্ত (এখনও) আকাশে জড়দেহে জীবিত আছেন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

৩। হজরত মহম্মদের (দঃ) পর কোন প্রকার নবী আসিতে পারেন না অথচ তাঁহারা হজরত ঈসা (আঃ) নবিউল্লাহর আগমন হাদীছের ভবিষ্যদ্বানী মোতাবেক বিশ্বাস করেন।

৪। কোরানে যাঁহাদের নাম আছে, এমন নবিগণ ব্যতীত কাহাকেও নবী বলিয়া বিশ্বাস করেন না। অথচ তাঁহারা রসুল করিম (দঃ) এর হাদিসের মূলে বিশ্বাস করে যে একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী গুজরিয়া গিয়াছেন।

৫। কোরাণের কোন কোন আয়েত মুনসুখ (রদ) হইয়াছে।

৬। নামাজের মধ্যে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় কিছু বলা নিষেধ মনে করেন।

৭। সাধারণ মুল্লাদের ধারণা বলপূর্বক ধর্ম্ম প্রচারের বিধি আছে। যখন মাহদী আসিবেন তখন তিনি তরবারী দ্বারা সমস্ত কাফরকে ধ্বংস করিবেন।

৮। খোতবা আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় দেওয়া নিষেধ মনে করেন।

৯। তাঁহারাও জানে বিনা খলিফায় ইসলাম থাকিতে পারে না কিন্তু তাঁহারা জানেনা তাঁহাদের খলিফা কে এবং প্রকৃত পক্ষে কেহই নাই।

মন্তব্য :—ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি ছোট খাট বিষয়ে পার্থক্য আছে

(১) আহমদীয়া মতবাদের উদ্দেশ্য ইসলামকে পুনর্জীবিত করা এবং ধর্ম্ম জগতে প্রেম ও শান্তির যুগ আনয়ন করা।

(২) আহমদীগণ সর্ব্বত্রই সংঘবদ্ধ এবং এক মাত্র নেতা হজরত খলিফাতুল মসিহের আদেশেই চলেন। প্রত্যেক আহমদীই তাঁহাদের আয়ের এক নির্দ্দিষ্ট অংশ ইসলামের সেবার জন্য ব্যয় করেন।

আহমদী ও অন্যান্য মুসলমানগণের মিলন কোথায় ?

১। এক আল্লাহ তা'লায় বিশ্বাস করা।

২। হজরত মহম্মদ (দঃ) কে খোদার নবী এবং রসুল বলিয়া গ্রহণ করা।

৩। উভয়েই কোরাণকে আল্লাহ তালার অভ্রান্ত বাণী এবং জগতের শেষ ধর্ম্ম ব্যবস্থা বা শরিয়ত বলিয়া মানেন।

৪ ইসলামের অবশ্য কর্তব্য সমস্ত অনুষ্ঠানগুলি যথা—কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও জাকাতকে ইসলামের প্রধান স্তম্ভ বলিয়া উভয়ই বিশ্বাস করিয়া থাকেন।

৫। কোরানের সমস্ত আদেশ ও নিষেধ পালন করা উভয়েই কর্ত্তব্য মনে করেন।

৬। খাতামান নবীঈন শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতবেদ থাকিলেও উভয়েই (আঃ) হজরত সাঃ কে খাতামনে নবীঈন বলিয়া বিশ্বাস করেন।

আমাদের কথা

মোহসেনা খানম

আমরা যাহারা এখানে উপস্থিত হইয়াছি সকলেই বিশ্বাস করি যে এই দুনিয়ার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন তিনি সর্বজ্ঞানী ও সর্ব-শক্তিমান। বিনা উদ্দেশ্যে তিনি কোন কিছু সৃষ্টি করেন নাই মানুষ তাহার সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এই জন্যই যে মানব সৃষ্টিতে তাহার সবচেয়ে বড় ও মহান উদ্দেশ্য আছে। সেই মহান উদ্দেশ্য হইল মানুষ যেন আল্লাহতায়ালার গুণে গুণান্বিত হইতে পারে এবং আল্লাহর এবাদত করিয়া মহৎ জীবন যাপন করে। কিন্তু মানুষ তাহার সৃষ্টির মহান উদ্দেশ্য ভুলিয়া যায় এবং দুনিয়াতে বহু অনর্থ সৃষ্টি করে। মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার তরফ হইতে দুনিয়াতে নবী রসুলগণ আসিয়া নূতন ২ জামাত কায়েম করেন। সেই নবী রসুল চলিয়া গেলে সেই জামাতেই নবী রসুলের স্থলবর্তী হইয়া দুনিয়াতে তাঁহাদের মতবাদ ও আদর্শ প্রচার করিতে থাকে। এই কাজ অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। কারণ এই জামাতের কৃত কার্য্যতার উপরেই দুনিয়ার লোকের ভাল হওয়া না হওয়া নির্ভর করে।

এই জামাতে দাখিল হওয়ার জন্য কাহারও উপরে জোর জবরদস্তির প্রয়োজন করে না; নিজেদের মংগলের জন্যই আমরা তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া থাকি।

এই অন্ধকার যুগেও পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা হজরত মীরজা গোলাম আহমদ (আঃ) কে দুনিয়ায় এসলাহর জন্য নবী করিয়া পাঠান হইয়াছে খোশ কিসমত আমাদের যে আমরা এই মহাপুরুষের আহ্বানে সাড়া দিয়াছি। ইহাতে স্বেচ্ছায় আমরা যে গুরু দায়িত্বের বোঝা মাথায় নিয়াছি তাহা বহন করিতে আমাদিগকে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টায় ত্রুটি করিলে আমরা আল্লাহতায়ালার কাছে কর্তব্য হীন বলিয়া দায়ী হইব।

এই দায়ীত্ব পালনে মেয়েদের বিশেষ তৎপর হইতে হইবে। কারণ তাহাদের হাতে শিশুদের লালন পালন ও চরিত্র গঠনের অনেক খানি নির্ভর করে। এই শিশুগণই ভবিষ্যতে পূর্ণ মানুষ হইয়া জাতি গঠন করিয়া থাকে। আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া চলুন আমরা তিনটি বিষয়ে তৎপর হই। প্রথমতঃ কোরাণ, হজরত (সাঃ) ও হজরত মসিহ মাউদ (আঃ) এবং খলিফাতুল মসিহর নির্দেশ অনুযায়ী নিজেদের চরিত্র গঠন করি। দ্বিতীয়তঃ মেয়ে মহলে বিভিন্ন ভাবে তবলীগ করি এবং তৃতীয়তঃ নিজেদের সন্তানদিগকে আহমদীয়তের রংগে রংগীন করিয়া তুলি। আল্লাহ তায়ালা আমাদের এই মহান কার্যে সহায় হউন—আমীন।

[ঢাকা লাজনা এমাউল্লার মিটিংয়ে পঠিত।]

আহমদীয়া জমায়াত কর্ত্তৃক

ইউরোপের বিভিন্ন ভাষায় কোর-আনের অনুবাদ প্রচার ; পশ্চাত্য জগতে আরও প্রচার কেন্দ্র খোলার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

১ম এপ্রিল ষ্টার প্রতিনিধির এক সাক্ষাৎ কারে জনাব মালিক ওমর আলী সাহেব বলেন যে, হেগে একটি নূতন মস্‌জিদ নির্মানের জন্য জমি খরীদ করা হইয়াছে এবং কার্য্য আরম্ভ হইবার বন্দোবস্ত হইতেছে। উক্ত মসজিদে একাশী হাজার টাকা খরচ করা হইবে। হলাণ্ডে ইহাই জমাতে আহমদীয়ার প্রথম মস্‌জিদ। মালেক ওমর আলী সাহের আট মাস ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া বিমান যোগে করাচি রাওয়ানা হইয়া গিয়াছেন সেখান হইতে তিনি রাবওয়াহ্ যাইবেন।

মালেক সাহেব ষ্টারের প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন যে, এই বৎসর জারমনী ও ওলান্দাজ ভাষায় কোরআনের অনুবাদ প্রস্তুত হইবে। মিঃ মালেক হল্যাণ্ড, জারমানী, ডেনমার্ক, সুইজারলেণ্ড এবং ফ্রান্স ভ্রমণ করিয়াছেন, তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে পশ্চাত্য জাতিগুলির অধিকাংশ ইছলামের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। উক্ত আন্দোলন বিশেষ করিয়া জ্যারম্যানী ও হল্যাণ্ডে শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে। অধিক পরিমানে অমুছলিমগণও ইহাতে সাহায্য করিতেছেন, কেননা তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস বর্ত্তমান ইউরোপের জটিল সমস্যার সমাধান একমাত্র ইস্‌লাম, মিঃ মালেক ইহাও বলিয়াছেন খৃষ্ট-বাদ এ বিষয়ে অকৃত কার্য্য প্রমানিত হইয়াছে এবং পশ্চাত্য জাতিকে বিধর্মি ও খোদাদ্রোহী করিয়া ফেলিয়াছে। পশ্চাত্য জাতির ভিতরে ইছলাম সম্বন্ধে যে ভূল ধারণা সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা তিনি স্বীয় বক্তৃতা দ্বারা দূর করিবার প্রচেষ্টায় অনেক কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

আহমদীয়া কেন্দ্রে মিঃ মালেকের রিপোর্ট পৌছিবার পর পশ্চাত্য জগতে আরও প্রচার কেন্দ্র খোলার সম্ভাবনা রহিয়াছে ;

আশা আছে মিঃ মালেক কিছুদিন পর আমেরিকা ভ্রমন করিবেন, সেখানেও আহমদীয়া সম্প্রদায়ের অনেক প্রচার কেন্দ্র আছে।

ভাষা-সমস্যা

সংবাদিকগণের এক সম্মিলনে হজরত আমিরুল মুমেনীন বলেন যে, আমি মনেকরি আনছার ও মোহাজেরগণের মধ্যে পার্থক্য উঠাইয়া দেওয়া এবং আমাদিগকে তদ পরিবর্তে পাকিস্তানী বলা উচিত। আমি ব্যক্তিগত ভাবে ইহা আল্লাহতায়ালার অনুগ্রহ মনে করি যে, হিন্দুগণ আমাদিগকে মুছলমান মনে করিয়া বাহির করিয়া দিয়াছে, আল্লাহ তায়ালা পাকিস্তানে আমাদিগকে হেফাজতের স্থান দিয়াছেন।

ভাষা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে নীতি হিসাবে উর্দ্দুকেই আমি পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা মনে করি কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ইহা আবশ্যক মনে করি যে, বাংগালীর প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে হইবে এবং ভাষার প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া অনর্থক বিবাদের বীজ বপন করা ঠিক নহে।

সংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে জেহাদ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, কোরআন করিমে যাহা আছে নিসন্দেহে তাহাই আমাদের ধর্ম্মমত ও পথ হইবে। হাঁ উহার মর্ম্ম ও ব্যখ্যার তারতম্য হইতে পারে। আমরা মনে করি, জেহাদের অর্থ শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করা, একবার প্রতিরোধ কল্পে যুদ্ধ আরম্ভ হইলে অগ্রসর হইয়া শত্রুকে আক্রমন করা আত্মরক্ষার একাংশ হইয়া পড়িবে।

পাকিস্তানে মুছলিম রাষ্ট্রগুলির প্রধান মন্ত্রিগণের সম্মিলন সম্বন্ধে তিনি বলেন যে উক্ত কনফারেন্সে সাধারণ বিষয়ে পরামর্শ হইবে। উহার মিমাংসা প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রতি প্রযোয্য হইবে না মোট কথা এ পদক্ষেপ অতি উত্তম এবং ভবিষ্যতে কৃতকার্য্যতার অগ্রদূত।

———

আগামী ২৩শে এপ্রিল রংপুর আনজোমনে আহমদীর বার্ষিক জলসা হইবে। সকলই ইহাতে শরীক হইতে চেষ্টা করিবেন।

[সকল প্রবন্ধের মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন। 'পাক্ষীক আহমদীর' নাম উল্লেখ করিয়া ইহা হইতে উদ্ধৃত করিতে পারেন।]

Printed at the Muslim Printing Works. and Published by Mvi. Abdul Jabbar Bhuiya
from 4 Bakshi Bazar Road,, Dacca, Editor, G. S. Khadim, B. L.